শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা
sfd.pabna@gmail.com

খাড়া/ঝড়ে পড়া/জব্দকৃত বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ।

বিজ্ঞপ্তি নং-০২ অব ২০২০-২০২১

তারিখ ঃ ১০/১১/২০২০ খ্রিঃ।

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনার আওতাধীন পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত বাগানের খাঁড়া, ঝড়ে পড়া, জব্দকৃত ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের বিক্রয়যোগ্য বনজদ্রব্য (গাছ/কাঠ/জ্বালানী/বল্লী) দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রকৃত কাঠ ব্যবসায়ী, স-মিল মালিক, ফার্নিচার মালিক, বনজদ্রব্য ব্যবহারকারীদের নিকট হতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর সীল মোহরকৃত খামে নির্ধারিত সিডিউল ফরমে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্রের শর্তাবলী ও বনজদ্রব্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শালগাড়ীয়া/ সুজানগর/ সিরাজগঞ্জ/ রায়গঞ্জ এসএফএনটিসি'র অফিস হতে অফিস চলাকালীন সময় (ছুটির দিন ব্যতীত) দেখতে ও জানতে পারা যাবে। দরপত্র দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বনজদ্রব্য সরেজমিন পরিদর্শন করে দরপত্র দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। দরপত্র দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট লট/বনজদ্রব্য সম্পর্কে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

তফসিল

ক্র. নং	জ্ঞাতব্য বিষয়বলী	জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী
১	সিডিউল বিক্রয়ের স্থান	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়, শালগাড়ীয়া/ সুজানগর/ সিরাজগঞ্জ/ রায়গঞ্জ এসএফএনটিসি
২	সিডিউলের বিক্রয় মূল্য	প্রতিটি লটের জন্য ৪০০/-(চারশত) টাকা (অফেরতযোগ্য)।
৩	সিডিউল বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	০৭/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত (অফিস সময় কালীন ।
৪	দরপত্র দাখিল/গ্রহনের স্থান	(১) নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় (২) বন সংরক্ষকের দপ্তর, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া (৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ (৪) পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দরপত্র গ্রহণ করা হবে।
৫	দরপত্র দাখিল/গ্রহনের তারিখ ও সময়	০৮/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
৬	দরপত্র খোলা ও মূল্যায়নের স্থান	নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়।
৭	দরপত্র খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ ও সময়	০৯/১২/২০২০ খ্রি. তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকা (দরপত্র উন্মুক্তকরন ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক)।
৮	দরপত্রের সাথে যে সব সনদ/কাগজ পত্র দাখিল করতে হবে।	মূল কপি ঃ (ক) সিডিউল ক্রয়ের মূল রশিদ, (খ) দরপত্র জামানতের পে-অর্ডার যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর। সত্যায়িত কপি ঃ (ক) জাতীয় পরিচয় পত্র, (খ) পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২ কপি, (গ) ভ্যাট, আইটি রেজিস্ট্রেশন (ঘ) যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র (ঙ) ট্রেড লাইসেন্স।
৯	জামানতের টাকার পরিমান	খাড়া গাছের লটের উদ্ধৃত মূল্যের ২৫% টাকা এবং ঝড়েপড়া, জব্দকৃত বনজদ্রব্যের উদ্ধৃত মূল্যের ৫০% টাকা।
১০	বনজদ্রব্যের অবস্থান/মওজুদ স্থল	তফশীলে বনজদ্রব্যের অবস্থান/মওজুদ স্থল উল্লেখ রয়েছে।

১০/১১/২০২০

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।
ফোন-০৭৩১-৬৫৬৭১ (অফিস)

১০/১১/2020

"বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী"

১। আগ্রহী ক্রেতাগন অত্র বন বিভগের নিয়ন্ত্রনাধীন ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তা, শালগাড়ীয়া/সুজানগর/সিরাজগঞ্জ/ রায়গঞ্জ এসএফএনটিসির কার্যালয় থেকে অফিস চলাকালীন সময় (ছুটির দিন ব্যতীত) প্রতিটি লটের জন্য পৃথক পৃথক অফেরৎযোগ্য ৪০০/- (চারশত) টাকা রশিদ মূলে জমা দিয়া দরপত্রের সিডিউল ফরম ক্রয় করতে হবে।

২। আগ্রহী ক্রেতাগন তাদের স্ব স্ব দরপত্র (১) বন সংরক্ষক সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া (২) জেলা প্রশাসক, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ (৩) পুলিশ সুপার, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ (৪) নিম্নস্বাক্ষরকারী কার্যালয়ে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে গ্রহন করা হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে কোন দরপত্র গ্রহন করা হবে না। দরপত্র বাক্স খোলার সময় দরপত্র দাতা বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন ।

৩। দরপত্র দাতাগণকে অবশ্যই নির্ধারিত টেন্ডার সিডিউলে "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা" এর বরাবরে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র দাখিল করতে হবে। খামের বাম পার্শ্বে টেন্ডর দাতার পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও উপরের ডান পার্শ্বে লট নম্বর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। দরপত্র সিডিউলে/লটের মূল্য অংকে ও কথায় পৃথকভাবে স্পষ্টকরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোন প্রকার কাটাকাটি,ঘষামাজা, বা উপরে লিখন (Over writing) গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪। দরপত্র দাতাগণকে দরপত্রের সহিত অবশই নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে ঃ-

ক) প্রতিটি লটের জন্য পৃথক পৃথক সিডিউল ক্রয়ের মূল রশিদ।
খ) সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবি।
গ) সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
ঘ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
ঙ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
চ) হালনাগাদ ভ্যাট, আইটি রেজিস্ট্রেশন সনদ পত্রের ফটোকপি (সত্যায়িত)।
ছ) ক্রেতাগন তাদের স্ব-স্ব দরপত্রের সংগে যে কোন তফশিল ব্যাংক থেকে আর্থিক স্বচ্ছলতা সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করিবেন।
জ) ঝড়েপড়া/ জব্দকৃত বনজদ্রব্য প্রতিটি লটের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) এবং খাড়া গাছের বনজদ্রব্য প্রতিটি লটের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) টাকা জামানত হিসাবে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা এর বরাবরে যে কোন তফশিলী ব্যাংকে জমা দিয়া ইস্যুকৃত পে-অর্ডার (পিও)/ ব্যাংক ড্রাফট (বিডি) দাখিল করতে হবে।

৫। যে সকল সংস্থার (সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি) সাথে বন বিভাগের সমঝোতা স্মারক রয়েছে, সে সকল সংস্থার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য গাছ কর্তনের প্রয়োজন হলে উক্ত লটের মূল্য শর্তে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত না হলে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী উক্ত সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে গাছের কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে লটক্রেতা কোন ক্ষতিপূরন দাবী করতে পারবেন না।

৬। সফল দরপত্র দাতার জামানতের টাকা কোন অবস্থাতেই দরপত্রের মূল্যের সহিত সমন্বয় করা হবে না। অকৃতকার্য দরপত্র দাতার জামানতের টাকা আবেদনের ভিত্তিতে অবমুক্ত করা হবে ।

৭। একটি লটের বনজদ্রব্য একাধিক দরপত্র দাতার নিকট বিক্রয় করা হবে না। তবে একজন দরপত্র দাতা একাধিক লটের সিডিউল ক্রয় এবং দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। প্রতিটি লটের জন্য প্রয়োজনীয় রেকর্ড পত্র সহ পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণাঙ্গ টেন্ডার দাখিল করতে হবে। অন্যথায় টেন্ডার গ্রহণ যোগ্য হবে না। একটিলটের বিপরীতে সমমূল্যের একাধিক দরপত্র পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৮। দরপত্র দাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে বনজদ্রব্য সমূহ সরেজমিনে দেখে নিবেন। দরপত্র দাখিলের পর উহা প্রত্যাহার করা যাবে না। দাখিলকৃত দরপত্র প্রত্যাহার করলে অথবা টেন্ডার গৃহীত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট লটের গাছ মরা, পঁচা, ডোর বা অন্য কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্বক লটের মূল্য পরিশোধ না করলে তার জামানতের টাকা সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এতে দরপত্রদাতার কোন দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না।

৯। যার নামে পূর্বে অত্র বন বিভাগের বকেয়া বাবদ কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন পাওনা আছে অথবা যারা অত্র বন বিভাগ হতে ইতোপূর্বে কার্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে বনজদ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করেন নি তাকে অত্র দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে দেয়া বা না দেয়া দরপত্র আহবানকারী/ বিভাগীয় কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনার এখতিয়ার।

১০। কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণ টেন্ডার গ্রহনের পর সর্বোচ্চ ৭(সাত) দিনের মধ্যে লট ভিত্তিক দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ৫/- টাকা (৫%) আয়কর ও শতকরা ৭.৫ টাকা (৭.৫%) ভ্যাট বিক্রয় মূল্যের সাথে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। সরকার কর্তৃক এ হারে কোন পরিবর্তন আনা হলে সে হারে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় তাদের দরপত্র বাতিল পূর্বক জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১১। ক্রেতাকে গাছ কাটার অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে আবশ্যিকভাবে গাছের মোথা ৫˝-৬˝ কান্ডসহ মাটিতে রেখে গাছ কাটা শুরু করে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে গাছ কাটার কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং কর্তিত গাছের/ বনজদ্রব্যের বিক্রয় মার্কা দেয়ার পর সমুদয় গাছ পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অপসারন করতে হবে। যুক্তিসংগত কারন থাকলে লট ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১৫(পনের) দিন সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কোন অবস্থাতেই চিহ্নিত মা গাছ এবং মার্কাবিহীন অন্য কোন গাছ (যদি থাকে) কর্তন করা যাবে না।

১২। কৃতকার্য দরপত্র দাতা তার ক্রয়কৃত লটের গাছ কর্তন ও খন্ডন পূর্বক স্থানীয় বন কর্মকর্তা দ্বারা বিক্রয় মার্কা করাইয়া রশিদ মূলে নিজ হেফাজতে সংরক্ষন করিবেন।

১৩। কাঠ ও জ্বালানী কাঠের দুই মাথায় স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তা দ্বারা স্পষ্ট বিক্রয় হাতুড়ী (সেল মার্কিং হেমার) চিহ্ন দেয়া হবে। বিক্রয় হাতুড়ী চিহ্ন দেয়ার পূর্বে কোন কাঠ সরানো যাবে না বা চিরাই করা যাবে না। এরূপ করলে তা বন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন অবস্থাতেই কর্তিত গাছের মোথা অপসারন করা যাবে না। লট ক্রেতা কাঠ চিরাই করতে চাহিলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট থেকে চিরাই অনুমতি পত্র গ্রহন করিতে হবে।

১৪। লট হতে কাঠ/জ্বালানী বের করে বাজারজাত করনের নিমিত্তে গন্তব্য স্থানে নেয়ার জন্য টেন্ডার প্রাপ্ত ক্রেতাগণ কাঠের পরিমান উল্লেখ্য করে বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে টি,পি'র (চলাচল পাশের) জন্য রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন এবং শুধুমাত্র টিপি গ্রহণ করে বনজদ্রব্য স্থানান্তর করতে পারবেন। ব্যতিক্রমকারী ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৫। লট ক্রেতাকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে লটের গাছ কাটার কাজ সম্পাদন করতে হবে। লট ক্রেতা কোন অবস্থাতেই মার্কা বিহীন অথবা বিক্রয় তালিকা বহির্ভূত অথবা অন্য কোন সংস্থা বা ব্যক্তির কোন গাছ কর্তন করতে পারবেন না। যদি অসতর্কতার দরুন মার্কাকৃত গাছ কাটার সময় পার্শ্বের কোন গাছ, ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ/ বিনষ্ট হয় তা হলে বিনষ্ট গাছের ও ঘরবাড়ীর মূল্য বাজার দরের ৩ (তিন) গুন হারে ক্রেতার নিকট হতে আদায় করা হবে।

গাছ কাটার সময় যান বাহন, বৈদ্যুতিক তার, মাটির উপরে ও নীচে টেলিফোনের তার ও সড়কের কোন ক্ষতি সাধিত হলে সংশ্লিষ্ট লট ক্রেতা দায়ী থাকবেন এবং ক্ষতিপূরন প্রদানে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় জামানতের টাকা হতে ক্ষতিপূরনের টাকা কর্তন পূর্বক আদায় করা হবে।

১৬। লট হতে বনজদ্রব্য পরিবহন করবার সময় বন বিভাগের বন কর্মকর্তা/ ফরেষ্ট রেঞ্জার / ডেপুটি রেঞ্জার/ ফরেস্টার/ বন প্রহরী যে কোন স্থানে বনজদ্রব্যের বৈধতা পরীক্ষা করবার জন্য পরিবহনকারী যানবাহন থামিয়ে পরীক্ষা করতে পারবেন। এতে ক্রেতার কোন ওজর-আপত্তি চলবে না।

১৭। খাড়া গাছ আনুমানিক ভিত্তিতে পরিমাপ গ্রহন করে কাঠ ও জ্বালানী কাঠের পরিমান নির্ধারন করা হয় । গাছ কর্তন ও খন্ডনের পর পুনঃ পরিমাপে কাঠ ও জ্বালানী কাঠের পরিমান হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে । কাঠ ও জ্বালানী কাঠের পরিমান হ্রাসের দায়দায়িত্ব সরকার বহন করবে না কিন্তু কাঠ ও জ্বালানী কাঠের পরিমান বেশি পাওয়া গেলে লটের বিক্রয় মূল্য হারে অতিরিক্ত কাঠের মূল্য আদায় করা হবে। লট ক্রেতা অতিরিক্ত কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তা সরকারি সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করতঃ সরকারি হেফাজতে নেয়া হবে ।

১৮। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ অনুযায়ী ইট ভাটায় পোড়ানোর কাজে জ্বালানী হিসাবে বনজদ্রব্য ব্যবহার করতে পারবেন না। সুতরাং কাঠ/ জ্বালানী কাঠ (বনজদ্রব্য) খরিদকারী ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আইন ভঙ্গ করলে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯। সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন প্রকার বনজদ্রব্য কর্তন, স্থানান্তর/ পরিবহন করা যাবে না।

২০। লটের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর যে সমস্ত গাছ বা বনজদ্রব্য কাটা বা পতিত অবস্থায় লটের ভিতর থাকবে তা সরকারী সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং ক্রেতাগণকে না জানিয়ে নূতন বাগান সৃজন করার জন্য ঐ সকল বনজদ্রব্য বন বিভাগ কাটার ও অপসারণের বন্দোবস্ত করবেন। এতে যে টাকা ব্যয় হবে তা ক্রেতাগণ বহন করবেন নতুবা জামানতের টাকা হতে কেটে নেয়া হবে। এতে ক্রেতার কোন ক্ষতিসাধন হলে বন বিভাগ কোন অবস্থাতেই দায়ী থাকবে না এবং লটের মূল্য মওকুফ করা হবে না।

২১। কৃতকার্য দরপত্রদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লটের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত জামানতের টাকা সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত পূর্বক কোন প্রকার কারণ দর্শানো ছাড়াই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত লট পূনরায় দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবেন। পুনঃ বিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে পুনঃ বিক্রয় মূল্য প্রথম বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম হলে আর্থিক যে পরিমান ক্ষতি হবে তা প্রথম লট ক্রেতার নিকট হতে আদায় করা হবে। অন্যথায় লট ক্রেতার নিকট হতে বন বিভাগের প্রাপ্য ক্ষতিপূরনের টাকা " পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী (পিডিআর)এ্যাক্ট, ১৯১৩" অনুযায়ী বিজ্ঞ আদালতে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

২২। দরপত্র নোটিশ জারীর পর দরপত্র সংক্রান্ত কোনরূপ মুদ্রণজনিত কারনে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা তা সংশোধন করতে পারবেন।

২৩। লটের কাজ সম্পন্ন হলে লট ক্রেতা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার মাধ্যমে কার্য সমাপ্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লট ক্রেতার নিকট হতে কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন পাওয়ার পর লট ক্রেতা বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লট সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ লটের বিক্রয় তালিকা বর্হিভূত ক্রমিকের নম্বর বিহীন কোন গাছ বা মা গাছ কর্তন করা হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে এরূপ গাছের বিবরণ, গাছ হতে প্রাপ্ত বনজদ্রব্যের আনুমানিক পরিমানসহ অন্যান্য বিবরন লিপিবদ্ধ করতঃ কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের এর মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। কার্য সমাপ্তির রিপোর্ট দাখিল না করা পর্যন্ত জামানতের টাকা অবমুক্ত করা হবে না। লটের কাজ শেষ হওয়ার ৭(সাত) দিনের মধ্যে কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২৪। খরিদকৃত লটের পার্শ্ববর্তী অবিক্রিত ১(এক) কিলোমিটারের মধ্যে বাগানের যদি কোন বনজদ্রব্য চুরি হয় তবে ক্রেতাকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী বন কার্যালয়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় এর জন্য সংশ্লিষ্ট ক্রেতাকে দায়ী করা হবে এবং উক্ত ক্ষতির জন্য লট ক্রেতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২৫। দরপত্র গ্রহণ করার তারিখ হতে লট/ রক্ষনাবেক্ষন ও বিক্রিত বনজদ্রব্য হেফাজতের পূর্ন দায়িত্ব ক্রেতার উপর থাকবে। যদি কোন দৈব দুর্বিপাকে, ঝড়-তুফানে, বন্যায় বা আগুনে পুড়ে ইত্যাদি কারনে কোন লটের/ বনজদ্যব্যের কোন ক্ষতি হয় তার জন্য সরকার দায়ী থাকবে না।

২৬। সর্বোচ্চ বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ার। এতদব্যাপারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কোন কারন দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

২৭। এক লক্ষ (১,০০,০০০/-) টাকার উর্দ্ধের দরপত্রের উদ্ধৃত দর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে।

২৮। লট বিক্রয়ের নোটিশে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন দরপত্র দাতাগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত আইন-কানুনের আওতাভূক্ত থাকবেন।

২৯। দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, দরপত্র দাখিল অথবা খোলার সময় কোন লট ক্রেতা সন্ত্রাসী আচরণ প্রদর্শন করছেন অথবা অন্যান্য দরপত্র দাখিলকারীকে উক্ত লটের টেন্ডার দাখিল করতে বিরত রাখছেন তাহলে সে লটের জন্য প্রাপ্ত দরপত্র খোলা অথবা গ্রহনের জন্য বিবেচনা করা হবে না এবং লটটি অবিক্রিত বলে গন্য হবে।

৩০। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রদান বা গ্রহনের সময় বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, উত্তেজনা বা ত্রাস সৃষ্টি অপ-প্রয়াস চালান এবং ভয় ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলে বাধা প্রদান করেন তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অনুরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করা হবে।

৩১। দরপত্র দাতাকে আহরিত বনজদ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট ছাড়াও বনজদ্রব্য আহরন/ পরিবহন কালে উদ্ধৃত মূল্যের অতিরিক্ত টাকা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিশোধ করতে হবে।

৩২। বনজদ্রব্য বিক্রির জন্য তফসিলে বর্নিত তারিখ ও সময় সূচী সংশোধন করা যাবে। এতদব্যপারে দরপত্র আহবানকারী কোন কারণ দর্শাইতে ব্যধ্য থাকবেন না।

৩৩। তফসিলে বর্নিত বনজদ্রব্য বিক্রয় কর্মসূচী ব্যতিত অন্যান্য সময়ে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বনজদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তফসিলভূক্ত বনজদ্রব্য বিক্রয় কর্মসূচী স্থগিত করা যাবে।

৩৪। লটের গাছ কর্তনের পর গাছের লগ ও ডালপালা রাস্তায় ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। গাছ কাটার সাথে সাথে তা অপসারণ করতে হবে।

৩৫। এ দরপত্র সর্ম্পকে উদ্ভূত কোন সমস্যার বিষয়ে বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।
ফোন-০৭৩১-৬৫৬৭১ (অফিস)

পত্র নং-২২.০১.০০০০.২৩৩.১৭.০০১.২০/১৫৪৬ তারিখ ঃ ১০/১১/২০২০ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি / অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নেবর্ণিত মহলে প্রেরিত হলো। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, সামাজিক বনায়ন উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৪. বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া ।
৫. সকল বন সংরক্ষক/ পরিচালক, বন মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/ পরিচালক, এফ,ডি,টি,সি, কাপ্তাই।
৬. জেলা প্রশাসক, পাবনা / সিরাজগঞ্জ ও সভাপতি জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি।
৭. পুলিশ সুপার, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
৯. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পাবনা/ সিরাজগঞ্জ।
১০. সহকারী পরিচালক(এস্টেট),বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী,ঢাকা-১২১২।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।
১২. উপসহকারী প্রকৌশলী (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।
১৩. সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ....
১৫. পরিচালক, বাংলাদেশ বন বিদ্যালয়, সিলেট /রাজশাহী।
১৬. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
১৯. বিভাগীয় প্রকৌশলী-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী, পাবনা।
২০. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল) ...., পাবনা/ সিরাজগঞ্জ জেলা ।
২২. জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
২৩. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
২৪. জেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
২৫. সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৬. সভাপতি, প্রেস ক্লাব, পাবনাব/সিরাজগঞ্জ।
২৭. অনুলিপি বহুল প্রচারের জন্য নিম্নবর্ণিত মহলে প্রেরণ করা হলো ঃ
২৮. সহকারী বন সংরক্ষক, পাবনা / সিরাজগঞ্জ।
২৯. ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তা, শালগাড়ীয়া/ সুজানগর/ সিরাজগঞ্জ ও রায়গঞ্জ এসএফএনটিসি। তাকে তার এলাকায় মাইকিং ও ঢোল সহরত করে এ বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩০. বন কর্মকর্তা,এস.এফ. পি.সি.(সকল), সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা ।
৩১. জনাব/মেসার্স .... লটক্রেতা...
৩২. অফিস নোটিশ বোর্ড।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।
ফোন-০৭৩১-৬৫৬৭১ (অফিস)